দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ SEP. 6 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

16

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচী

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকাল নয়টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখার জন্য নির্দেশ জারি করা হইয়াছে। সেই সাথে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া প্রতি ক্লাসের লেসননোট প্রস্তুতমূলক পাঠদানের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত সময়সূচী মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু করা বাস্তবে কতটুকু সম্ভব, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। সকাল নয়টা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মোট আট ঘন্টাই ক্লাস করিতে হইবে কিনা তাহার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। যদি আট ঘন্টাই ক্লাস করিতে হয়, তবে শিক্ষার্থীদের এত দীর্ঘ সময় কী করিয়া স্কুলে রাখা সম্ভব। যেখানে দেশের অধিকাংশ স্কুলে দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা নাই। মফস্বল অঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী দরিদ্র কৃষকের সন্তান-সন্ততি। ইহার ফলে দুপুরে টিফিন করিবার মত সঙ্গতি তাহাদের নাই। পরিবারের অনেক ছেলে-মেয়ে সাংসারিক কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাছাড়া বাড়ি হইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দূরে হইলে আসা ও যাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক-দেড় ঘন্টা ব্যয় হয়। যে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাবল শিফট চালু আছে, সেখানে ঐ সময়সূচী কিভাবে কার্যকর করা হইবে? আর পাঠ পরিকল্পনা ও লেসননোট অনুসরণ করা সম্পর্কিত নির্দেশ বাস্তবে কতটা বাস্তবায়ন সম্ভব, তাহাও চিন্তার বিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নাই। তাহাছাড়া ১৯৯৪ সালের জনবল কাঠামোতে শিক্ষকের সংখ্যাসীমিত করা হইয়াছে। একজন শিক্ষককে কমপক্ষে ছয়টি ক্লাস নিতে হয়।

নবম ও দশম শ্রেণীতে সাতটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠদান করিতে হয়। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হিন্দু ধর্ম বাধ্যতামূলক পাঠ্যবিষয়। কিন্তু পরিহাসের বিষয়, জনবল কাঠামোতে স্টাফিং প্যাটার্নে উক্ত বিষয় পড়ানোর জন্য কোন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অনুরূপ বিষয়সমূহ, যেমনঃ বিজ্ঞান শাখায় (১) পদার্থ, (২) রসায়ন, (৩) জীব বিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত; মানবিক শাখায় (১) ইতিহাস, (২) ভূগোল, (৩) অর্থনীতি/পৌরনীতি; বাণিজ্য শাখায় (১) ব্যবসায় পরিচিতি, (২) হিসাব বিজ্ঞান, (৩) ব্যবসায় উদ্যোগ/বাণিজিক ভূগোল ছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয় উচ্চতর গণিত, জীব বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ভূগোল, কর্মমুখী শিক্ষা বাণিজ্যিক ভূগোল, ব্যবসায় উদ্যোগ, ললিতকলা, কম্পিউটার শিক্ষা ইত্যাদি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কলেজে যেমন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে তেমনি স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে ১.৫ জন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা না করিয়া এতগুলি বিষয় চাপাইয়া দেওয়া ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া দিবার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অতঃপর অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ মাসের বেতন মাসে পান না। এমনকি ২/৩ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। এমন অবস্থায় একজন শিক্ষক কিভাবে সুষ্ঠুরূপে পাঠদান করিবেন? এমতাবস্থায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সময়সূচী নিয়া পুনরায় চিন্তা ভাবনার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ডাঃ কাজী আনোয়ার হোসেন,
গ্রামঃ নোয়াপাড়া, ডাকঃ রাজাপাড়া,
জেলাঃ কুমিল্লা।